প্রথম আলো
শনিবার, ২২ জানুয়ারি ২০২২, ৮ মাঘ ১৪২৮

পৃষ্ঠা-১০

বারি-১৬ আমটি অবমুক্তের অনুমোদন পায় ২০২০ সালে

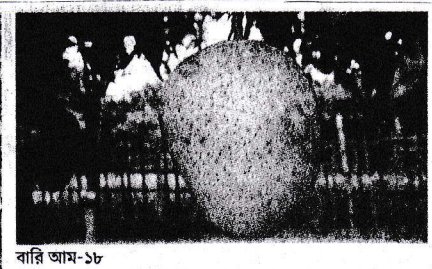

বারি আম-১৮

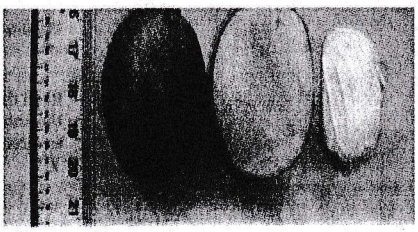

রঙিন আম বারি-১৩

আমের সংকরায়ণ নিয়ে দেশের একমাত্র পিএইচডি গবেষক জমির উদ্দিন। বাংলাদেশের প্রথম হাইব্রিড আম বারি আম-৪-সহ চারটি নতুন জাতের আমেরও তিনি উদ্ভাবক। আরও ১৩টি নতুন জাতের উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। গত মাসেই চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে অবসর নিয়েছেন। তবে চাকরি থেকে নিলেও আমের জগৎ থেকে অবসর নেননি জমির উদ্দিন।

জমির উদ্দিনের আমদুনিয়া

আনোয়ার হোসেন

২০০৫ সালের কথা। চার মাসের প্রশিক্ষণে কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে (বার্ড) গিয়েছিলেন জমির উদ্দিন। একদিন সেখানকার সর্বোচ্চ কর্মকর্তার কক্ষে ডাক পড়ল। কক্ষে গিয়ে দেখেন অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাই সেখানে হাজির। সবার সামনে তাঁকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হলো। বার্ডে তখন দুই শতাধিক আমগাছ ছিল। এসব গাছে একসময় আম ধরলেও এখন আর ধরে না। এসব গাছে আম ধরাতে হবে!

তত দিনে আম গবেষণায় সাফল্য পেয়েছেন জমির উদ্দিন। নতুন একটি জাত উদ্ভাবনের স্বীকৃতিও মিলেছে। তাই কর্মকর্তারা 'মিষ্টি মুখে চ্যালেঞ্জটা' ছুড়েছিলেন। চ্যালেঞ্জটা নিতে সামান্য দ্বিধাও করেননি জমির উদ্দিন।

প্রশিক্ষণের ফাঁকে লেগে পড়লেন আমগাছ পরিচর্যার কাজে। তাঁকে দেওয়া হলো জনবলসহ আনুষঙ্গিক সহায়তা। কঠিন পরিশ্রমের পর সফলতাও পেলেন। আম ধরল গাছগুলোতে। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে তাঁর সাফল্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। আজও সেদিনের কথা ভুলতে পারেন না জমির উদ্দিন। বললেন, 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তৎকালীন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) এ এস এম খলিলুর রহমান সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সব দেখেশুনে প্রশংসা করলেন। শুধু তা-ই নয়, আমাকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সমর্থনে পিএইচডি ডিগ্রি করার প্রস্তাবও দিলেন।'

প্রস্তাবটা লুফে নিলেন জমির উদ্দিন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুর রহিমের অধীন গবেষণা শুরু করলেন। আমের সংকরায়ণ নিয়ে পিএইচডি। সে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের জোরেই তিনি নতুন নতুন আমের জাত উদ্ভাবন করতে থাকলেন।

আম গবেষক জমির উদ্দিন। ছবি : ছুটির দিনে

একমাত্র পিএইচডি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুর রহিম ছিলেন তাঁর পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক। এই শিক্ষক বলছিলেন, আমের হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরায়ণ নিয়ে পিএইচডি করা বিজ্ঞানী বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র। পিএইচডি গবেষণা এবং আমের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করে সেসব সমস্যার মোকাবিলা করেছেন তিনি।

৩১ বছরের চাকরিজীবনের প্রায় ২৫ বছরই চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে কাটিয়েছেন জমির উদ্দিন। সেখানে আম নিয়েই গবেষণা করেছেন। কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোখলেসুর রহমান বলছিলেন, তাঁর উদ্ভাবিত আম আমচাষি ও আমকেন্দ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে ভালো ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের প্রথম হাইব্রিড আম বারি আম-৪ এখন সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয়। এ আম চাষ করে লাভবান হচ্ছে চাষিরা।

জমির উদ্দিনের যত উদ্ভাবন

২০০৩ সালে প্রথম সফলতা। বারি আম-৪ নামে নতুন এক আমের উদ্ভাবন করেন জমির উদ্দিন, পরে জাত হিসেবে তা স্বীকৃতি পায়। সব মিলিয়ে চারটি নতুন জাতের আম উদ্ভাবন করেছেন জমির উদ্দিন। জাতগুলো হলো বারি আম-৪, বারি আম-১৩, বারি আম-১৭ ও বারি আম-১৮। আরও ১৩টি নতুন ধরনের আম উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। নতুন ধরনের আমগুলো জাত হিসেবে এখনো স্বীকৃতি পায়নি। আম গবেষক জমির উদ্দিন বলছিলেন, নতুন জাতের আম উদ্ভাবন একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

জমির উদ্দিন উদ্ভাবিত চারটি নতুন জাতের আমের মধ্যে আছে বাংলাদেশে একমাত্র রঙিন আম বারি আম-১৩। বারি আম-৩-কে বাবা ও যুক্তরাষ্ট্রের রঙিন আম পালমারকে মা ধরে এটি সংকরায়ণ করা হয়। এ আম অবমুক্ত হয় ২০২০ সালে। ২০২১ সালে সর্বশেষ অবমুক্ত হওয়া নতুন জাতের আমটি হচ্ছে বারি আম-১৮। বারি উদ্ভাবিত আমগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে মিষ্টি। মনমাতানো মিষ্টি গন্ধ এ আমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিখ্যাত জাত গোপালভোগের সঙ্গে বারি আম-১-এর সংকরায়ণ ঘটিয়ে এ আমের উদ্ভাবন হয়েছে।

নতুন জাত অবমুক্ত করার দুটি পদ্ধতি। একটি হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি। এতে অপ্রচলিত ভালো জাতের আম নির্বাচন করে কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ভালো ফলাফল পাওয়া আম অবমুক্ত করা হয়। এমন দুটি আম বারি আম-৯ ও বারি আম-১৫-এর একক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জমির উদ্দিন। আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে চান্স সিডলিং। প্রকৃতিতে দৈবভাবে পাওয়াকে 'চান্স সিডলিং' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমের আঁটি থেকে পাওয়া ভালো জাতের আম। বারি আম-৪-এর ১০০ আঁটি লাগিয়ে একটিমাত্র গাছে ভালো জাতের আম পেয়েছিলেন জমির উদ্দিন। এটিই বারি আম-১৭।

শুধু কি আমের নতুন জাত উদ্ভাবন? আম চাষে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনেও কাজ করেছেন জমির উদ্দিন। 'বেসিন পদ্ধতিতে আমগাছে সেচ' ও মুকুল আসার আগে ও আমের গুটি আসার পর দুবার গাছে সেচ দেওয়ার যে প্রযুক্তি চালু আছে, সেটা তাঁরই উদ্ভাবন। নিচু জমিতে মাটি উঁচু করে আমগাছ লাগানো ও অনিয়মিত আম ধরা গাছকে নিয়মিত, অর্থাৎ প্রতিবছর আম ধরানোর জন্য চারদিকের অর্ধেক মুকুল ভেঙে দেওয়ার পদ্ধতিও জমির উদ্দিনের হাত থেকেই এসেছে বলে জানালেন গবেষকেরা।

২০১৭ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিখ্যাত সুস্বাদু জাতের আম ক্ষীরশাপাতি জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্বীকৃতি আদায়ে আমটির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গুণাবলি তুলে ধরতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন জমির উদ্দিন।

একজন জমির উদ্দিন

আমের শহর চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার আলীনগরে এক গৃহস্থ পরিবারে জমির উদ্দিনের জন্ম। বেড়ে ওঠার দিনগুলোতে বাড়িতে দেখেছেন আমগাছ, স্কুল ও কলেজের আঙিনায় আমগাছের সারি। বলা যায়, আমের আবহেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। স্কুল ও কলেজের পাঠ শেষে ভর্তি হয়েছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্নাতকোত্তর শেষে ১৯৯০ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন পটুয়াখালীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সরেজমিন গবেষণা বিভাগে। সেখানে পাঁচ বছর কাজ করেন। এরপর ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চে কৃষিতত্ত্ববিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে চাকরি ছিল অস্থায়ী। ১৯৯৫ সালে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে (আম গবেষণা কেন্দ্র) উদ্যানতত্ত্ববিদ হিসেবে দায়িত্ব পান। এখানে তাঁর কাজ ছিল আমের জাত উন্নয়ন। এই কাজ করতে করতেই আম গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন জমির উদ্দিন।

গত ২৩ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার (পিএসও) পদ থেকে অবসর নিয়েছেন জমির উদ্দিন। তবে আম নিয়ে নানা কার্যক্রমে যুক্ত আছেন তিনি। দীর্ঘ গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে তিনি আমের উন্নয়নে একটা লাগসই বই লেখার কাজেও হাত দিয়েছেন। তাঁর প্রত্যাশা, সহজ ভাষায় লেখা বইটি পড়ে যেমন আমচাষি উপকৃত হবেন, তেমনি সুফল পাবেন আমবিজ্ঞানীও।